# আবিদ সাহেবকে কিছু প্রশ্ন
## -বিপ্লব

আপনার লেখাটি ধর্মপ্রাণ মডারেট মুসলিমদের মনের কথা। আপনার সরলতা চোখে পড়ল। যুক্তি পেলাম না। কোনটা ঠিক বা কোনটা ভুল, সেটা বার করা কঠিন কাজ। আপনি যেটাকে ধর্মের পালন বলছেন, আমি বলি আধ্যাত্মিকতা।  মানুষের চিরন্তন চাহিদা। ধর্ম হচ্ছে এই চাহিদা মেটাবার প্রোডাক্ট। শুধু এইটুকু চাহিদা মেটালে ঠিক ছিল। আমারও আপত্তি নেই। আপনারও নেই। কিন্তু সেই রকম হওয়া কি সম্ভব?

আসুন আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি। উত্তর না দিলেও হবে। আপনি ভাবলেই আমি খুশি হব।

আপনার বক্তব্য হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ ধর্মীয় রাজনীতির সাথে তেলের পুঁজির মেলবন্ধন।  আমরা অনর্থক কোরান বা মহম্মদকে গালাগাল দিচ্ছি।

আচ্ছা আপনি বলুনতোঃ

(১ক) ৯/১১ থেকে শুরু করে সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা কেন ধার্মিক ছিল? একজনও ধর্ম নিরেপেক্ষ, নিদেন পক্ষে কম ধার্মিক লোক পাওয়া গেলো না কেন?

(১খ) ধর্মের জন্য আপনি আত্মবলিদান কখন করতে পারেন? যে লোকেরা আত্মবলিদান করল, তাদের কত ডলার লাভ হল?

মানুষ আত্মবলিদান কখন করে?

কোন পুঁজিবাদ ধর্মের জন্য আত্মবলিদান করতে বলে?

(১গ) এই আত্মবলিদান করে শহীদ হওয়াতো নতুন কিছু নয়।  এর পেছনে কি আত্মদর্শন থাকে? এই আত্মদর্শন কি করে পুঁজিবাদ থেকে আসা সম্ভব যেখানে মূল বক্তব্যই হচ্ছে আইন মেনে, নিজের সম্পতি বৃদ্ধির চেষ্টা কর।  স্বর্গে গিয়ে পুঁজি বাড়ানোর শিক্ষা কোন পুঁজিবাদের দিয়ে থাকে?

(১ঘ)পরজগতের অস্তিত্ব না মানলে কি নিজেকে মেরে ফেলা সম্ভব? বেহস্তের লোভ না থাকলে কি করে এক জন লোক ধর্মের জন্য শহীদ হওয়ার চেস্টা করতে পারে?

ধরুন বেহস্তের অস্তিত্ব কোরানে নেই। কোরান বলছে এই একটাই জন্ম, কোন বেহস্ত নেই। পরকাল নেই, তাই শহীদ হয়ে লাভ নেই। জীবনটা  ওখানেই শেষ হয়ে যাবে।

সে ক্ষেত্রে কত পেট্রোডলারের বিনিময়ে, আমেরিকার পুঁজি ’একটা’, হ্যাঁ মাত্র একটা

ধার্মিক আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদী তৈরী করতে পারত? মিলিয়ন ডলার দিয়েও কি একটা সন্ত্রাসবাদী পাওয়া যেত, যে নিজের প্রাণের বিনিময়ে ইসলামকে রক্ষা করতে চাইত?

পরকালের অস্তিত্ব না থাকলে নিজের প্রাণের দাম কত টাকা হয় মিঃ আবিদ?

(১ঙ) আমেরিকার পূর্বে কি অন্য সভ্যতার ওপর ইসলামের আক্রমন হয় নি? ইসলাম ভারত আক্রমন না করলে তো আপনার নামটা হিন্দু নাম হত! সেটাও কি আমেরিকার দোষ? ইসলামের ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসটা কি মাত্র দুই দশকের?

**এবার (১ক) থেকে (১ঙ) এর ভিত্তিতে, আমি যদি সিদ্ধান্তে আসি, কোরান হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বীজ, তেলের পুঁজি হচ্ছে জল এবং সার, আমাদের বিরুদ্ধে শূন্যে মুষ্ঠি আস্ফালন না করে, এর বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি দিতে পারবেন কি?**

এবার আসি আপনার মূল বক্তব্যে। ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে আবদ্ধ থাকুক ধর্ম। সেটা সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু শর্তাবলী বিশ্লেষন করা যাক। সেই উদ্দেশ্যে আপনার উদ্দেশ্যে কিছু প্রশ্ন রইলঃ

(২) আমি যদি বলি, 'আপনি কে? ' আপনার উত্তর কি হবে?

আপনি মানে কি রক্ত মাংষের মিঃ আবিদ?

না কি, মি আবিদের সত্ত্বা মানে, মিঃ আবিদ একাধারে পুত্র, পিতা, স্বামী, বন্ধু, ক্রেতা, বিক্রেতা , লেখক, দেশপ্রেমী এবং সমাজসেবী? এই পুত্র, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি সত্ত্বা ছারা কি পৃথক কোন মিঃ আবিদের অস্তিত্ব আছে?

নেই। মিঃ আবিদ এই নানান সত্ত্বার সমষ্টিগত যোগফল।

তাই যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপালনের মানে কি? পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া?

নাকি ধর্ম পালনের সংজ্ঞা দাঁড়াচ্ছে পিতা,পুত্র, স্বামী, বন্ধু, বিক্রেতা ইদ্যাদি হিসাবে কর্তব্য পালনের সময় ইসলাম অনুসরন করা?

প্রথমটা ঠিক নয়, কারণ মিঃ আবিদ মানে, পিতা , পুত্র ইত্যাদি সত্ত্বার যোগফল। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী  পিতা, পুত্র, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি হিসাবে কর্তব্য পালনটাই ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম মেনে চলা। সেটাই ধর্ম পালন। অন্যকোন অর্থ সম্ভব নয়।

এবার মি আবিদ ধরুন এই সমস্যা গুলোর সম্মুখীন হলেনঃ

(২ক) আপনার পুত্র ইসলাম ত্যাগ করেছে এবং মহম্মদকে গালাগাল দিচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সে সৎ!
(২খ) আপনার পিতা আল্লাকে গালাগাল করেন!
(২গ) আপনি ব্যাঙ্কে কাজ করেন। ব্যঙ্ক সুদের ব্যবসা করে!

ইরানে বা সৌদি আরবে বসবাস করলে, এগুলো আপনার সমস্যা নয়-রাস্ট্রের সমস্যা। অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিগত বিস্বাসের সাথে রাষ্ট্রের নীতির সংঘাত নেই। তাই সমস্যা নেই।

সেটা নহয়ে আপনি যদি আমেরিকা বা কানাডাতে থাকেন তাহলে (২ক) থেকে (২গ) আইনত কোন অপরাধ নয়। অর্থাৎ আপনার সত্ত্বা, ইসলাম বিরোধী কাজের নিরব দর্শক হয়ে থাকছে।

তাহলে এক জন মুসলমান যে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম মানতে চাইছে, সে কেন চাইবে না ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হোক? ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম মানতে চাইলে, রাস্ট্রে ধর্ম ঢুকবেই। কারণ অন্যথা হলে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালন করা সম্ভব নয়। সেই জন্য একজন মুসলিম যে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম পালন করতে চাইছে, সে জামাতকে প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে (নীরবে)সমর্থন করবেই। সেটাকেই বলে ধর্মীয় অস্তিত্বতাবাদ (Theist Existentialism)। সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন ছারা আপনার ব্যক্তিগত জীবনের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই এটা বুঝুন প্লিজ। রাস্ট্রবিহীন, সমাজবিহীন আপনার পৃথক অস্তিত্ব আছে এরকম ভাববাদী ধারণা আপনি করতেই পারেন। তবে তা হবে কাল্পনিক।

যদি কেও আপনার মতন চিন্তা করে (রাস্ট্র ধর্মে নাক গলাবে না) সেক্ষেত্রে আপনার পিতা (২ক), পুত্র (২খ) এবং বিক্রেতা(২গ) সত্ত্বা কিন্তু ইসলাম মানছে না। ধর্ম নিরেপেক্ষ সমাজে বসবাস করায়, যেখানেই বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে কোরানের ধারণার বিরোধ লাগছে, আপনি রাস্ট্রের চাপে ইসলামবিরোধী কাজ করছেন! ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম মানা সম্ভব হচ্ছে না।

অর্থাৎ ব্যাপারটা কি হল?

রাষ্ট্রনীতি তখনই ধর্মনিরেপেক্ষ হতে পারে যখন, ধর্মের বিজ্ঞানবিরোধী দিকগুলো আপনারা ছুরে ফেলতে পারবেন এবং বলতে পারবেন আমরা ব্যক্তিগত জীবনে কোরানের অবৈজ্ঞানিক দিকগুলো মানি না। তাই রাস্ট্রনীতির সাথে আমার ব্যক্তিগত নীতির কোন পার্থক্য নেই।

আপনি এবং আরো লাখো লাখো শিক্ষিত মুসলমান এই পশ্চিমাদেশে সেটাই করছেন। কিন্তু বলার সময় কোরান অভ্রান্ত, ঈশ্বর প্রদত্ত ইদ্যাদি মিধ্যা বুলি আউরাচ্ছেন !

কি দরকার আছে মশাই?

কোরানেরতো সবটাই বর্জনযোগ্য নয়। কোরান সৎ, সাহসী, জ্ঞানী এবং সুস্থ সংসার জীবনের নির্দেশ দিচ্ছে। পরিস্কার বলেইতো হল, আমরা এগুলো মানছি কিন্তু, ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কারণে কাফেরদের প্রতি যে বিতৃষ্ণা ছরানো হয়েছে, মেয়েদের এবং যৌন আচরনের  প্রতি যে বৈশম্যমূলক ধারণাগুলি আছে ( আপেক্ষিক সমাজের কারণে), সেগুলো কোরান থেকে বাদ দিয়ে নতুন সংকলন হোক!

আধুনিকতার চাপে পিষ্ট হয়ে, জীবন ধারণের তাগিদে, সন্তানপালনের তাগিদে, তথাকথিত নিরীহ ধর্মিক মুসলমানরা এটাই করছে, কিন্তু স্বীকার করবে না। সেই তোতাপাখীর মতন বলে যাবে কোরান সত্য, জগৎ মিথ্যা।

এই টুকু সৎ কথা স্পস্ট করে বলার সাহস কারোর নেই?

তাহলে কি আমি ধরে নেব কোরানে সৎ হওয়ার কথা অনেক কবার বলা সত্ত্বেও, কোন ধর্মিক মুসলমান আল্লার শাস্তির ভয়ে সৎ হতে পারে না? পাছে কোরান আল্লাবানী বলে না মানলে, আল্লা কঠোর শাস্তি দিয়ে বসে! তাই অসৎ থাকবো তাও ভালো, কিন্তু কোরানকে ঐশ্বরিক বলে মানব।

এ কেমন আল্লাভক্তি?  যার শাস্তির ভয়ে জীবনে অসৎ হতে হয়?

অসৎ হওয়াটা কোন ধর্মাচারনে প্রশ্রয় দেয়?

সৎ জীবনচারন না আল্লাভীরু অসৎ ধার্মিক ? কোনটা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য একটু বলে দেবেন কি?

-বিপ্লব
ক্যালিফোর্নিয়া, ১১/১৭/০৫